যুগান্তর

তারিখ ... MAR 19 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষায় নকল

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে টোকাটুকির দায়ে ৬ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে বস্তা বস্তা নকল. গ্রেফতার হইয়াছে ৪৪ জন। কেন্দ্রয়া ও পূর্বধলায় বিডিআর মোতায়েন প্রমাণ করে যে নকলের মহোৎসব সেইখানে এই বৎসরও অব্যাহত। তবে আশার কথা. নকলের মাত্রা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে শহরাঞ্চলে। অনেক এলাকায় পরীক্ষার পরিবেশ বেশ কিছুটা শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে নকলবিরোধী প্রচার এবং সাধারণের মধ্যে সচেতনতার ফল উহা বলাই বাহুল্য। নকলের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর আন্তরিক প্রয়াস প্রবল আশার সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু এই প্রবণতা গ্রাম-গঞ্জে নাই। কেননা. সেইখানে পরীক্ষার্থীদের যে কোন উপায়ে পাস করিবার বাসনা তাহাদের যেমন নকলে উৎসাহ দিতেছে তেমনই স্কুল-মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ-শিক্ষকদের নকল সরবরাহ করিতে উসকাইয়া দিতেছে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকদের মধ্যে নকল সরবরাহ করিবার প্রবণতা বাড়িবার মূলে রহিয়াছে শতকরা ৪০ জন পরীক্ষার্থীর পাস নিশ্চিত করিবার সরকারি বিধি। কোন স্কুল কিংবা মাদ্রাসা হইতে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করিতে না পারিলে সরকারি আর্থিক সহায়তা বা এমপিও হইতে সেই প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হইবে। ইহার ফলে যাহাতে পরীক্ষার্থীরা পাস করে তাহার জন্য শিক্ষকরাও নকল সরবরাহে নামেন। সারা বৎসর যাহাদের পড়াইয়া উপযুক্ত বা পাসের যোগ্য করা হয় নাই. পরীক্ষার হলে বসিয়া তাহারা নকল করিয়াইবা কতটা সফল হইবে. উহা লইয়া আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। তবে শিক্ষকদের নৈতিকতার এই অধঃপতন দেখিলে ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে. সরকারি বিধিকে যদি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতেন শিক্ষকরা. তাহা হইলে গ্রামাঞ্চলের স্কুল-মাদ্রাসাগুলির শিক্ষা-দীক্ষার মান দীনহীন হইত না। সেইখানকার স্কুল-মাদ্রাসাগুলিতে পড়াশোনার মান যেমন নিচু তেমনি শিক্ষকরাও সিরিয়াস নহেন। ফলে ১০ বৎসর শিক্ষা গ্রহণের পর জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় অবতীর্ণরা যেন অকূল পাথারে পতিত হয়। আর সেই বিপদ হইতে উদ্ধারে ব্যাপক হারে শিক্ষকরা নকল সরবরাহ করিয়া নিজেদের লজ্জা নিবারণের প্রাণপণ প্রয়াস চালান। ইহা যে গুরুতর স্খলন উহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন শিক্ষকরা? চলতি এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় অন্যান্যবারের তুলনায় শিক্ষকদের নকল সরবরাহে জড়িত হইবার প্রবণতা বেশি বলিয়াই মনে হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভিজিলেন্স টিমের হাতে বহিষ্কৃত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। বাদবাকি ৮টি পরীক্ষায় আরও কত শিক্ষক ম্যাজিস্ট্রেট ও ভিজিলেন্স টিমের হাতে ধরা পড়িয়া করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন এবং ক্ষমা পাইবেন কিংবা বহিষ্কৃত হইবেন. সেই তথ্য অজানা। তবে শিক্ষক বহিষ্কারের এই ক্রমবর্ধমান হার দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে. ৪০ শতাংশ পাসের সরকারি বিধি প্রত্যাহৃত হওয়া জরুরি। গ্রামাঞ্চলের স্কুল-মাদ্রাসাগুলিতে এমপিও বাতিলের আতঙ্ক না থাকিলে ধারণা করা যায় নকলপ্রবণতা কমিয়া আসিবে। নকলের উৎস যেহেতু অজ্ঞতা বা অশিক্ষা. সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের নগরগুলিতে শিক্ষার আলো বিতরণ যথাযথভাবে চলিলেও গ্রামাঞ্চলে উহা মনিটরিং করিবার কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীদের লজ্জার আধার হইতে জ্ঞানের আলোকবর্তিকায় লইয়া আসিতে হইলে অব্যাহতভাবে শিক্ষা মনিটরিং প্রয়োজন। চলতি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর প্রবল প্রয়াস যে আশার দিগন্ত দেখাইতেছে. উহাও অব্যাহত থাকা প্রয়োজন।